তারিখ ... FEB. 25 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

Dhaka : Friday 25 February 2000
ঢাকা ঃ শুক্রবার ১৩ই ফাল্গুন ১৪০৬

শিক্ষাকে হরতালমুক্ত করতে হবে

হরতালে যে দেশের কোন কল্যাণ হয় না বরং ক্ষতি হয় – একথা ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে বিরোধীদলীয় নেত্রীও স্বীকার করেছিলেন। তারপরও দেশে হরতাল হয়েছে এবং হচ্ছে। একের পর এক হরতালের ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় মারাত্মক ছন্দপতন ঘটছে, নেমে আসছে সীমাহীন দুর্ভোগ। এই হরতালের ফলে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। একের পর এক হরতালের ফলে সেশনজট বৃদ্ধি, শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নষ্টসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বোপরি পরীক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতি ব্যাহত হচ্ছে ভীষণভাবে। একবিংশ শতাব্দীর যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান আর রাজনৈতিক সংঘাতে শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ দেশের সচেতন অংশ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের দাবি তাই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

বর্তমান সময়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন রকম পরীক্ষা ও ভর্তি কর্মসূচিতে জমজমাট। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির অপেক্ষায়। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা, মেডিক্যাল, বুয়েটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা, বিদেশে পড়তে যাওয়ার লক্ষ্যে টোফেল এবং জিআরই পরীক্ষা, ইত্যাদি। অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষা থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ও কার্যক্রমগুলো এই সময়েই সম্পন্ন হবে বা শুরু হবে। এমনতর প্রেক্ষাপটে অব্যাহত হরতাল অবরোধ পুরো দেশের মত শিক্ষা কার্যক্রমকে পর্যুদস্ত করে তুলেছে। এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন। শিক্ষাকে না বাঁচালে দেশ বলি আর জাতি বলি কোনটাকেই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। কাজেই ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষাকে অবশ্যই হরতালের আওতামুক্ত করতে হবে। শিক্ষাকে ব্যাহত এবং শিক্ষা জীবনকে প্রলম্বিত করে এমন যে কোন কর্মসূচি দেওয়া থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরত থাকা উচিত। কেননা শিক্ষার সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান দক্ষতা উন্নতি অগ্রগতি সর্বোপরি জাতির ভবিষ্যতের প্রশ্ন জড়িত। দেশের রাজনীতি যেমনই হোক, সরকারে যে-ই থাকুক না কেন, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এসব লাগবেই। কোন দলের পক্ষেই একথা বলা সম্ভব নয় যে, আমরা ক্ষমতায় গেলে শিক্ষিত যোগ্য ও বিশেষজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হবে না। যদি তাই হয় তবে শিক্ষিত যোগ্য মানুষ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করা কেন? কেন শিক্ষা তথা পরীক্ষা ক্লাস ইত্যাদিকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা হবে না?

আমরা নীতিগতভাবে হরতালেরই বিরোধী। কিন্তু তা যখন আপাতত বন্ধ করা যাচ্ছে না, কাজেই হরতাল ও ধর্মঘট থেকে জরুরি ও জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়কে যেভাবে বাইরে রাখা হয়, তেমনি শিক্ষাকেও হরতালের আওতামুক্ত রাখা হোক। গোটা বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে, একবিংশ শতাব্দীর সীমাহীন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে যোগ্য ও শিক্ষিত মানবসম্পদ গড়ে তুলছে– সে সময় আমরা কোন্ সর্বনাশ নেশায় হরতাল ধর্মঘট দিয়ে শিক্ষাঙ্গন এবং ছাত্রসমাজকে অন্ধকারে রাখব? শিক্ষাঙ্গনকে স্তব্ধ রেখে মানবসম্পদকে বোমা বানানোর আত্মঘাতী কর্মসূচির এবার অবসান ঘটুক। বিরোধীদলগুলো আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় কোন হরতাল কর্মসূচি দেবে না বলে জানা গেছে। দেশের লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর কথা চিন্তা করে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি ৪ দলের লিয়াজোঁ কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। আমরা বিরোধীদলের এ ইতিবাচক সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। আমরা শিক্ষাকে হরতালসহ সব ধরনের হিংসাত্মক রাজনীতির বাইরে দেখতে চাই। চাই গতিশীল শিক্ষাঙ্গন যা জয় করবে একবিংশ শতাব্দীর সীমাহীন চ্যালেঞ্জ। এ প্রত্যাশা পূরণে রাজনীতিকদের ইতিবাচক মনোভাবই প্রধান ভরসা।